যুগান্তর

তারিখ ... 30 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ২ ৩ ... কলাম ... ৭ ...

শ্রীপুরে প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছিত

প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে পুরস্কার ভাংচুর ও বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বর্জন করেছে শিক্ষার্থীরা। সোমবার ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার হয়দেবপুর ডা. কামাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে শনিবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান জানান, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন এবং দাওয়াতপত্র তৈরি করা হয়। সহকারী শিক্ষকদেরকে দাওয়াতপত্র তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা প্রেস থেকে ছাপানোর পর তা দেখানোর জন্য ২৫ জানুয়ারি দুপুরে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি স্থানীয় মোস্তফা কামাল তুষারের বাড়িতে যাই। দাওয়াতপত্রে ভুলবশত এক পৃষ্ঠার নামের তালিকা অপর পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়। সেটি দেখানোর পর কমিটির সভাপতি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে তার ছোট ভাই মোস্তাক কামাল তুহিন আমার গালে কয়েকটি চড়-থাপ্পড় মারেন। পরে সেখান থেকে চলে আসি।

প্রধান শিক্ষক জানান, ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় মাঠে ২৮টির মধ্যে বেশিরভাগ ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে। শনিবার বাকি ইভেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর অতিথিদের অংশগ্রহণে পুরস্কার বিতরণ করার কথা ছিল। আমাকে চড়-থাপ্পড় মারার কারণে ওইদিন আমি বিদ্যালয়ে যাইনি। এরই মধ্যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আমাকে চড়-থাপ্পড় মারার ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসী ও স্থানীয়রা জানান, শিক্ষককে চড় মারার ঘটনা প্রকাশ পেলে শনিবার দুপুরের দিকে শিক্ষার্থীরা ক্রীড়ানুষ্ঠানের বাকি ইভেন্টগুলো বর্জন করে কিছু পুরস্কার ভাংচুর করে। ফলে অনুষ্ঠানটি ভণ্ডুল হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরাও পুরস্কার ছাড়া বাড়ি ফিরে যায়।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরদিন সাধারণ ছুটি থাকে। সে হিসাবে রোববারও সাধারণ ছুটি। কিন্তু স্যারকে মারার ঘটনার বিচার না হলে সোমবার আমাদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি থাকবে। প্রয়োজনে এ কর্মসূচি বাড়ানো হবে।